BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03020033

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 02| February 2025| e-ISSN: 2584-1890

প্রাথমিক শিক্ষায় সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভাব: একটি বিশ্লেষণ

Archana Dey[1]

1. Graduate, M.Lib.Sc., Email: deyarchana08@gmail.com

সারসংক্ষেপ

প্রাথমিক শিক্ষা একটি জাতির মানবসম্পদ উন্নয়নের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত, কারণ এই স্তরেই শিশুর জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ এবং সামাজিক আচরণের প্রাথমিক বিকাশ ঘটে। তবে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান ও শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ কেবলমাত্র শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে এটি গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে প্রাথমিক শিক্ষায় সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার বহুমাত্রিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় পরিবারের আয়, পিতামাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা, সামাজিক শ্রেণি, পেশাগত অবস্থান এবং বসবাসের পরিবেশ কীভাবে শিশুর বিদ্যালয়ে প্রবেশ, নিয়মিত উপস্থিতি ও শিক্ষাগত সাফল্যকে প্রভাবিত করে তা আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য, কন্যাশিশুর শিক্ষা সংক্রান্ত সামাজিক মনোভাব, গ্রামীণ ও শহুরে শিক্ষাসুবিধার পার্থক্য এবং এসবের ফলে সৃষ্ট শিক্ষাগত অসমতার দিকগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া রাষ্ট্রের নীতিমালা, যেমন উপবৃত্তি, মিড-ডে মিল, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণাটি গুণগত ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছে যে সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর না করা হলে প্রাথমিক শিক্ষায় সমতা ও গুণগত উন্নয়ন অর্জন সম্ভব নয়। গবেষণার ফলাফল নীতিনির্ধারক, গবেষক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের জন্য কার্যকর দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

মূল শব্দ : *প্রাথমিক শিক্ষা, সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষাগত বৈষম্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন, শিক্ষা নীতি।*

ভূমিকা:

প্রাথমিক শিক্ষা একটি জাতির সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিস্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত। শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক, সামাজিক ও মানসিক বিকাশের সূচনা ঘটে এই স্তরে। প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশু মৌলিক সাক্ষরতা, সংখ্যাজ্ঞান, সামাজিক আচরণ, নৈতিকতা ও নাগরিকত্বের প্রাথমিক ধারণা লাভ করে, যা পরবর্তী শিক্ষাজীবন এবং সার্বিক ব্যক্তিত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান কেবল ব্যক্তিগত উন্নয়নের ক্ষেত্রেই নয়, বরং জাতীয় উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথেও গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

বর্তমান বিশ্বে শিক্ষা মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃত। এই প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার চতুর্থ লক্ষ্য (SDG-4) অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুর জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়সংগত এবং গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষাগত বৈষম্য

হ্রাস, দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার প্রত্যাশা করা হয়। তবে বাস্তবতা হলো—বিশ্বব্যাপী বিশেষত উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহে এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে নানা কাঠামোগত ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান।

যদিও অনেক দেশে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তবুও শিক্ষার গুণগত মান, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি এবং শিক্ষাজীবনের ধারাবাহিকতা এখনও গুরুতর চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, পিতামাতার অশিক্ষা, সামাজিক বৈষম্য, লিঙ্গভিত্তিক অসমতা এবং গ্রামীণ-শহুরে সুযোগের পার্থক্য প্রাথমিক শিক্ষার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য শিক্ষা কেবল একটি অধিকার নয়, বরং একটি সংগ্রামের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

বিশেষ করে সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য শিশুদের বিদ্যালয়ে প্রবেশ, সেখানে টিকে থাকা এবং প্রত্যাশিত শিক্ষাগত সাফল্য অর্জনের পথে বড় বাধা সৃষ্টি করে। নিম্ন আয়ের পরিবারে শিশুদের প্রায়ই পারিবারিক আয়ে সহায়তা করার জন্য শ্রমে যুক্ত হতে হয়, যা তাদের বিদ্যালয় ত্যাগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। অপরদিকে উচ্চ সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থাসম্পন্ন পরিবারে শিশুরা উন্নত শিক্ষাসামগ্রী, সহায়ক পরিবেশ ও প্রযুক্তিগত সুযোগ সুবিধা লাভ করে, যা শিক্ষাগত ব্যবধানকে আরও গভীর করে তোলে।

এই প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক শিক্ষায় সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষাগত বৈষম্যের অন্তর্নিহিত কারণসমূহ চিহ্নিত করা সম্ভব হয় এবং কার্যকর নীতিগত হস্তক্ষেপের পথ সুগম হয়। প্রাথমিক শিক্ষার সমতা ও গুণগত মান নিশ্চিত করতে হলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে কোনো টেকসই সমাধান গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই এই গবেষণার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার সম্পর্ক গভীরভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হলো—
১. প্রাথমিক শিক্ষায় সামাজিক-অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ চিহ্নিত করা
২. এসব উপাদানের শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত সাফল্যের উপর প্রভাব বিশ্লেষণ করা
৩. শিক্ষাগত বৈষম্য হ্রাসে সম্ভাব্য নীতিগত সুপারিশ প্রদান করা

সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা: ধারণাগত কাঠামো:

সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা (Socio-economic Status) একটি বহুমাত্রিক ধারণা, যা ব্যক্তি বা পরিবারের আর্থিক সক্ষমতা, শিক্ষাগত পটভূমি, পেশাগত অবস্থান, সামাজিক মর্যাদা এবং বসবাসের পরিবেশের সমন্বিত প্রতিফলন। এই উপাদানসমূহ একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত এবং সম্মিলিতভাবে একটি পরিবারের জীবনযাত্রার মান, সামাজিক অবস্থান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে নির্ধারণ করে। বিশেষত শিশুর ক্ষেত্রে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা তার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, মূল্যবোধ গঠন, চিন্তাশক্তি এবং শেখার সুযোগকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

শিক্ষা সমাজবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণী সূচক। কারণ এটি নির্ধারণ করে একটি শিশু কী ধরনের শিক্ষাবান্ধব পরিবেশে বেড়ে উঠছে, সে কী পরিমাণ শিক্ষাসম্পদে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে এবং তার মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ কোন পর্যায়ে পৌঁছাতে পারছে। উচ্চ সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থাসম্পন্ন পরিবারে সাধারণত শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বেশি থাকে, পিতামাতার প্রত্যাশা স্পষ্ট হয় এবং শিশুর শিক্ষাগত অগ্রগতিতে নিয়মিত তদারকি করা সম্ভব হয়। ফলে এসব পরিবারে শিশুর শেখার পরিবেশ তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ও সহায়ক হয়।

অন্যদিকে নিম্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থাসম্পন্ন পরিবারে শিশুদের প্রায়ই কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়। দারিদ্র্য, সীমিত শিক্ষা সম্পদ, পিতামাতার অশিক্ষা এবং সামাজিক বঞ্চনা একত্রে শিশুর শিক্ষাগত বিকাশকে বাধাগ্রস্ত

করে। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষা অনেক সময় মৌলিক চাহিদার তালিকায় অগ্রাধিকার পায় না, যার ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর অংশগ্রহণ ও সাফল্য ব্যাহত হয়। এই বৈষম্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়ে শিক্ষাগত অসমতাকে আরও গভীর করে তোলে।

পারিবারিক আয় ও প্রাথমিক শিক্ষা:

পারিবারিক আয় প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর অংশগ্রহণ, নিয়মিত উপস্থিতি এবং শিক্ষাগত সাফল্যের অন্যতম প্রধান নির্ধারক হিসেবে বিবেচিত। নিম্ন আয়ের পরিবারে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম দেখা যায়, যার পেছনে দারিদ্র্যজনিত বহুবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ বিদ্যমান। আর্থিক সংকটের কারণে অনেক পরিবার শিশুকে আয়ের উৎস হিসেবে বিবেচনা করতে বাধ্য হয়, ফলে শিশুরা শিশুশ্রমে যুক্ত হয় অথবা পারিবারিক কৃষিকাজ, গৃহস্থালি কিংবা ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহায়তা করে। এর ফলস্বরূপ বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি ব্যাহত হয় এবং এক পর্যায়ে বিদ্যালয় ত্যাগের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

এছাড়াও শিক্ষাসামগ্রী ক্রয়, বিদ্যালয়ের পোশাক, যাতায়াত ব্যয় এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বহনে অক্ষমতা প্রাথমিক শিক্ষায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বড় বাধা সৃষ্টি করে। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুক্ত পুষ্টিহীনতা ও স্বাস্থ্যঝুঁকি শিশুদের শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়, যা তাদের মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি এবং শেখার আগ্রহকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। ফলে এসব শিশু শ্রেণিকক্ষে প্রত্যাশিত শিক্ষাগত অগ্রগতি অর্জনে ব্যর্থ হয়।

অপরদিকে উচ্চ আয়ের পরিবারে শিশুদের জন্য পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অতিরিক্ত সহায়ক শিক্ষাসামগ্রী, প্রাইভেট কোচিং, ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং নিরাপদ ও শান্ত শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সহজলভ্য থাকে। পিতামাতারা সন্তানের পড়াশোনার প্রতি অধিক মনোযোগ দিতে পারেন এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত শিক্ষা সহায়তা প্রদান করেন। এর ফলে এসব শিশুরা বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত থাকতে সক্ষম হয় এবং তুলনামূলকভাবে উন্নত শিক্ষাগত ফলাফল অর্জন করে। এই আয়ভিত্তিক সুযোগের বৈষম্য প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষাগত অসমতা সৃষ্টির একটি মৌলিক কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, যা দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক বৈষম্যকে আরও সুদৃঢ় করে তোলে।

পিতামাতার শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রভাব:

পিতামাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর অংশগ্রহণ, অগ্রগতি এবং সাফল্যের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হিসেবে বিবেচিত। শিক্ষিত পিতামাতারা সাধারণত শিক্ষার গুরুত্ব ও দীর্ঘমেয়াদি উপকারিতা সম্পর্কে সচেতন থাকেন, যা সন্তানের শিক্ষাজীবনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। তারা শিশুর পড়াশোনায় সক্রিয়ভাবে সহায়তা করতে পারেন, যেমন—পাঠ্যবই পড়তে সাহায্য করা, বাড়ির কাজ তদারকি করা এবং শেখার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করা। এর ফলে শিশুর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং শেখার প্রতি আগ্রহ গড়ে ওঠে।

এছাড়া শিক্ষিত পিতামাতারা বিদ্যালয়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখেন এবং শিক্ষক-অভিভাবক সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সন্তানের অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত থাকেন। বিদ্যালয় ব্যবস্থার কাঠামো, নিয়মনীতি ও শিক্ষাগত প্রত্যাশা সম্পর্কে তাদের ধারণা থাকায় তারা সন্তানের শিক্ষাজীবনে সময়মতো সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হন। অনেক ক্ষেত্রে তারা অতিরিক্ত শিক্ষা সহায়তা বা বিকল্প শেখার সুযোগও নিশ্চিত করেন, যা শিশুর শিক্ষাগত সাফল্যকে আরও দৃঢ় করে।

অন্যদিকে অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত পিতামাতার ক্ষেত্রে এসব সহায়ক ভূমিকার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষার প্রতি সীমিত সচেতনতা, বিদ্যালয় ব্যবস্থার সঙ্গে অপরিচিতি এবং দৈনন্দিন জীবনের আর্থিক চাপের কারণে তারা সন্তানের পড়াশোনায় পর্যাপ্ত সময় ও মনোযোগ দিতে পারেন না। এর ফলে শিশুদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ব্যাহত হয় এবং শেখার ক্ষেত্রে অনীহা সৃষ্টি হয়। দীর্ঘমেয়াদে এই পরিস্থিতি শিশুদের বিদ্যালয় ত্যাগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে এবং শিক্ষাগত বৈষম্যকে আরও প্রকট করে তোলে।

সামাজিক শ্রেণি ও সাংস্কৃতিক পুঁজি:

সামাজিক শ্রেণি প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর শেখার অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগত সাফল্য নির্ধারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজবিজ্ঞানী পিয়েরে বুর্দিয়ুর *Cultural Capital* তত্ত্ব অনুযায়ী, সমাজের উচ্চ সামাজিক শ্রেণিভুক্ত পরিবারে শিশুদের যে ভাষা দক্ষতা, আচরণগত ধরণ, মূল্যবোধ ও চিন্তাশক্তি গড়ে ওঠে, তা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত ভাষা, পাঠ্যক্রম ও মূল্যায়ন পদ্ধতি মূলত এই শ্রেণির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গড়ে উঠেছে, ফলে এসব পরিবারের শিশুরা স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষাক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে।

অপরদিকে নিম্ন সামাজিক শ্রেণির পরিবারে বেড়ে ওঠা শিশুরা প্রায়ই ভিন্ন সাংস্কৃতিক বাস্তবতার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে, যা বিদ্যালয়ের কাঠামোর সঙ্গে সবসময় সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। তাদের ভাষাগত প্রকাশভঙ্গি, সামাজিক আচরণ ও শেখার পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের প্রত্যাশার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এর ফলে তারা শ্রেণিকক্ষে পিছিয়ে পড়ে এবং একাডেমিক মূল্যায়নে প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। এই প্রক্রিয়াটি কাঠামোগত বৈষম্যকে পুনরুৎপাদন করে, যেখানে সামাজিক শ্রেণিভিত্তিক পার্থক্য শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই পুনর্নির্মিত হয়।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা কেবল জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্র নয়, বরং সামাজিক শ্রেণি ও সাংস্কৃতিক পুঁজির প্রতিফলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। শিক্ষাগত সমতা নিশ্চিত করতে হলে বিদ্যালয় ব্যবস্থাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণির শিশুদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং কাঠামোগত বৈষম্য হ্রাস পায়।

লিঙ্গ ও প্রাথমিক শিক্ষা:

লিঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নির্মাণ, যা প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর অংশগ্রহণ, ধারাবাহিকতা এবং শিক্ষাগত সাফল্যের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। অনেক সমাজে এখনও কন্যাশিশুর শিক্ষা তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়, যেখানে পুত্রসন্তানের শিক্ষাকে ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ হিসেবে দেখা হয়। এই মনোভাবের ফলে কন্যাশিশুরা প্রায়ই শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয় এবং তাদের প্রাথমিক শিক্ষাজীবন নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়।

কন্যাশিশুর শিক্ষায় অবহেলার অন্যতম পরিণতি হলো অকাল বিবাহ। অল্প বয়সে বিবাহের ফলে কন্যাশিশুরা বিদ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং তাদের শিক্ষাজীবনের স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়। এছাড়া অনেক পরিবারে কন্যাশিশুকে গৃহস্থালি কাজ, ছোট ভাইবোনের দেখাশোনা কিংবা পারিবারিক দায়িত্ব পালনে যুক্ত করা হয়, যা বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি ও পড়াশোনার সময়কে সংকুচিত করে। এসব কারণে কন্যাশিশুর ঝরে পড়ার হার অনেক ক্ষেত্রে পুত্রশিশুর তুলনায় বেশি দেখা যায়।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি নীতিগত হস্তক্ষেপের ফলে কন্যাশিশুর প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উপবৃত্তি কর্মসূচি, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল এবং কন্যাশিশুবান্ধব শিক্ষা নীতির ফলে বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। তা সত্ত্বেও সামাজিক মানসিকতা, লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকার প্রচলিত ধারণা এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর সীমিত অবস্থান এখনও কন্যাশিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। ফলে লিঙ্গসমতা নিশ্চিত করতে হলে কেবল নীতিগত পদক্ষেপ নয়, সামাজিক সচেতনতা ও মানসিকতার পরিবর্তনও অপরিহার্য।

গ্রামীণ ও শহুরে বৈষম্য:

গ্রামীণ ও শহুরে অঞ্চলের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান ও সুযোগের ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট বিভাজন সৃষ্টি করেছে। গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যালয়ের অবকাঠামো দুর্বল, শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা অপর্যাপ্ত এবং প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের ঘাটতি প্রকট। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাসামগ্রী, গ্রন্থাগার সুবিধা এবং তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ সীমিত থাকে, যা শিক্ষার্থীদের শেখার সক্ষমতাকে ব্যাহত করে।

অন্যদিকে শহরাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো তুলনামূলকভাবে উন্নত অবকাঠামো, পর্যাপ্ত শিক্ষাসামগ্রী এবং প্রশিক্ষিত শিক্ষক দ্বারা সমৃদ্ধ। ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ, সহশিক্ষা কার্যক্রম এবং অতিরিক্ত সহায়ক শিক্ষার সুযোগ শহরের শিক্ষার্থীদের জন্য সহজলভ্য থাকে। ফলে শহুরে শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক স্তরেই তুলনামূলকভাবে উন্নত শিক্ষাগত ফলাফল অর্জনে সক্ষম হয়।

এই গ্রামীণ-শহুরে বৈষম্য প্রাথমিক শিক্ষায় গুণগত পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতাকে আরও দৃঢ় করে তোলে। গ্রামীণ শিশুদের জন্য সমতাভিত্তিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং লক্ষ্যভিত্তিক নীতিগত হস্তক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

রাষ্ট্র ও নীতিগত ভূমিকা:

প্রাথমিক শিক্ষায় সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসে রাষ্ট্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। যেহেতু শিক্ষা একটি মৌলিক মানবাধিকার, তাই রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো এমন নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করা, যা সমাজের সকল স্তরের শিশুদের জন্য সমান শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করে। বিশেষত দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ও টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সক্রিয় হস্তক্ষেপ শিক্ষাগত বৈষম্য হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

রাষ্ট্র কর্তৃক বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। এর মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারের শিক্ষাসামগ্রী সংক্রান্ত ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় এবং বিদ্যালয়ে ভর্তি ও নিয়মিত উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি উপবৃত্তি কর্মসূচি ও মিড-ডে মিল ব্যবস্থা দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য অর্থনৈতিক প্রণোদনা হিসেবে কাজ করে। এসব কর্মসূচি শিশুশ্রমের প্রবণতা হ্রাস করে এবং শিশুদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে সহায়তা করে, একই সঙ্গে পুষ্টি নিশ্চিত করার মাধ্যমে শেখার সক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শেখার চাহিদা অনুধাবন করতে সক্ষম হন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন। অপরদিকে নিরাপদ শ্রেণিকক্ষ, পর্যাপ্ত শিক্ষাসামগ্রী, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন এবং তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার সুযোগ প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশকে আরও কার্যকর করে তোলে। এই সমন্বিত নীতিগত উদ্যোগগুলো দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে এবং শিক্ষাগত সাফল্য নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপসংহার:

প্রাথমিক শিক্ষায় সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভাব একটি বাস্তব, জটিল ও বহুমাত্রিক বিষয়, যা শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান ও সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। পারিবারিক আয়, পিতামাতার শিক্ষা, সামাজিক শ্রেণি, লিঙ্গ বৈষম্য এবং গ্রামীণ-শহুরে পার্থক্য প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের অংশগ্রহণ ও সাফল্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব উপাদান উপেক্ষা করে প্রাথমিক শিক্ষায় কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অর্জন সম্ভব নয়।

একটি ন্যায়ভিত্তিক ও টেকসই শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্যকে স্বীকার করে সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অপরিহার্য। রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় সমতা নিশ্চিত করা গেলে কেবল শিক্ষাগত উন্নয়নই নয়, বরং একটি মানবিক, সচেতন ও প্রগতিশীল সমাজ নির্মাণের পথ সুগম হবে। প্রাথমিক শিক্ষায় বিনিয়োগ মানেই একটি জাতির ভবিষ্যতে বিনিয়োগ—এই উপলব্ধি থেকেই টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র

১. সরকার, আশিস কুমার। (২০১৭)। *ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা: সমস্যা ও সম্ভাবনা*। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুমিতা। (২০১৮)। *শিক্ষা ও সামাজিক বৈষম্য: ভারতীয় প্রেক্ষাপট*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

৩. ভারত সরকার। (২০২০)। *জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০* (বাংলা সংস্করণ)। নয়াদিল্লি: মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক।

৪. চক্রবর্তী, অনিরুদ্ধ। (২০১৬)। *শিক্ষা সমাজবিজ্ঞান*। কলকাতা: বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড।

৫. মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া। (২০১৯)। *লিঙ্গ, সমাজ ও শিক্ষা*। কলকাতা: স্ত্রী প্রকাশন।

৬. দত্ত, সমীর কুমার। (২০১৫)। *গ্রামীণ ভারত ও শিক্ষা ব্যবস্থা*। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স।

৭. পশ্চিমবঙ্গ সরকার। (২০১৪)। *পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রতিবেদন*। কলকাতা: বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর।

৮. রায়, কৌশিক। (২০২১)। *দারিদ্র্য, শিশুশ্রম ও প্রাথমিক শিক্ষা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

৯. ইউনিসেফ ভারত। (২০১৯)। *ভারতে শিশু ও প্রাথমিক শিক্ষা* (বাংলা অনুবাদ)। নয়াদিল্লি: ইউনিসেফ ইন্ডিয়া।

১০. ঘোষ, ইন্দ্রাণী। (২০২২)। *শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক পুঁজি: ভারতীয় সমাজে একটি বিশ্লেষণ*। কলকাতা: পাঠক সমাবেশ।

Citation: **Dey. A.,** (2025) "প্রাথমিক শিক্ষায় সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভাব: একটি বিশ্লেষণ", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-02, February-2025.